গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯১ তারিখঃ ১৫/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ঢাকা জেলার শেওড়াপাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ৩১/০৮/২০১৯ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার (২য় পর্যায়) কর্মসূচির মনিটরিং কমিটির আহবায়ক জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর এবং সদস্য জনাব মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম কর্তৃক ঢাকা জেলার শেওড়াপাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনান্তোর প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃঃ আঃ-সহকারী সচিব (সমন্বয়)

নং-৩২.০০.০০০০.০২২.২৫.১৮৪.১৯-৩৯১ তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৯খ্রিঃ।

অনুলিপি (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):
১। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫। কর্মসূচি পরিচালক, গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার (২য় পর্যায়),কর্মসূচি, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

১৬/০৯/১৯
(মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫২২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মনিটরিং প্রতিবেদন

নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বয় বিগত ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি: তারিখে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) ঢাকা জেলাস্থ শেওড়াপাড়া ডে-কেয়ার কেন্দ্র আকস্মিকভাবে মনিটরিং / পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালীন কর্মসূচি পরিচালক এ.কে.এম ইয়াহিয়া, ঢাকা জেলা শাখার জেলা কর্মকর্তা, সংস্থা ও ডে-কেয়ার সেন্টারের অন্যান্য কর্মকর্তা / কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পূর্বক নিম্নোক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হলো:

১। কর্মসূচির নাম: গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) ঢাকা জেলা, শেওড়াপাড়া কেন্দ্র।

২। কর্মসূচির মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৩। কর্মসূচি শুরুর তারিখ: ০১/০১/২০১৮ হতে

৪। জনবলের বিবরণ: কর্মসূচির অনুমোদিত দলিল মোতাবেক নিম্নোক্ত জনবল কর্মরত রয়েছে-

ক) শিল্পী আঞ্জুমান আরা - ডে-কেয়ার ইনচার্জ।
খ) হাফসা করিম - শিক্ষিকা।
গ) নার্গিস আক্তার - আয়া
ঘ) সুমি আক্তার রেখা - আয়া।
ঙ) মোঃ মিজানুর রহমান - সিকিউরিটি/নাইট গার্ড।

৫। সুবিধাভোগী শিশুদের গড় সংখ্যা: গড় উপস্থিতি ৩০ জন।

৬। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০১৯ পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে পিপিএনবি অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ১১,২০,৭৭৪/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১,১৯,১০৫/- টাকা। ব্যাংক স্থিতি ১৬৬৯/-টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী খাতওয়ারী ব্যয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৭। কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতি:

প্রধান কার্যালয় থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং পিপিএনবি অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। পিপিএনবি অনুযায়ী সুবিধাভোগী শিশুদের দিবাকালীন সেবা দেয়া হচ্ছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় খেলনা সামগ্রী রয়েছে। পরিদর্শনকালীন ৩০জন শিশু উপস্থিত পাওয়া যায়। ডে-কেয়ার সেন্টারের আশে-পাশে প্রচুর পরিমাণ গার্মেন্টস থাকার কারণে গার্মেন্টস কর্মীরা তাদের শিশুদের নিরাপদে রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারে এসে অনুরোধ করেন। পরিদর্শনকালীন শিক্ষিকাকে শিশুদের লেখাপাড়া করাতে দেখা যায়। ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সরঞ্জাম সংরক্ষিত রয়েছে।

৮। বর্তমান সমস্যা:

ডে-কেয়ার সেন্টারের আসন সংখ্যা সীমিত ও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ডে-কেয়ার সেন্টারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সার্বক্ষনিক ১জন ক্লিনার জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক। শিশুদের হাজিরা খাতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, কতিপয় শিশুকে নিয়মিত পাঠানো হয় না। যে সকল শিশুরা নিয়মিত আসেনা তাদের অভিভাকের সাথে ফোনে যোগাযোগের পরামর্শ দেয়া হলো।

৯। সুপারিশ / মতামত:

ভবিষ্যতে সংস্থার আওতায় প্রতিটি জেলায় আরো ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন/বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চাদের আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে জনবল নিয়োগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ডে-কেয়ার সেন্টারের সাথে সমতা করা হলে অধিকসংখ্যক কর্মজীবী মহিলা এ ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে উপকৃত হবে। শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ডে-কেয়ার সেন্টারে আরও কিছু খেলনা সরবরাহ করা যেতে পারে। খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে শিশু খাদ্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী বুঝে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কর্মসূচি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১০। অভিমত:

ঢাকা জেলার শেওড়াপাড়া এলাকায় পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারটির অবস্থান, পরিবেশগত অবস্থা, সুবিধাভোগী শিশুদের খাবার ব্যবস্থা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ইনডোর গেইমস কার্যক্রম মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বিবেচিত হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ সার্বিক বিষয়ে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারে কর্মরত কর্মচারীদের এবং স্থানীয় ডে-কেয়ার সেন্টার বাস্তবায়ন কমিটিকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

(মোসা: ফেরদৌসী বেগম)
উপ-সচিব (বাজেট ও অডিট)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
সদস্য, মনিটরিং কমিটি
গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের
জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
জাতীয় মহিলা সংস্থা।

(গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
আহ্বায়ক, মনিটরিং কমিটি
গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের
জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
জাতীয় মহিলা সংস্থা।